গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ
প্রশাসন-৩ শাখা
www.mefwd.gov.bd

বিষয় : সুশাসন প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত অংশীজনের অংশগ্রহণ সংক্রান্ত ২য় সভার কার্যবিবরণী

সভাপতি : মো: আলী নূর
সচিব, স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ
সভার তারিখ ও সময় : ২৭.১২.২০২০ খ্রি. সকাল ১১.০০ টা
সভার স্থান : ভার্চুয়াল সভা (জুম অ্যাপস)

জুম ক্লাউডে যুক্ত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভাপতি সভার কাজ শুরু করেন। সভাপতির অনুমতিক্রমে অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন) সভার আলোচ্যসূচী উপস্থাপন করেন এবং সুশাসনের ০৫টি জবাবদিহিমূলক উপকরণ (Five Accountability Tools) জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল, বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি, তথ্য অধিকার, সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি (সিটিজেনস চার্টার) ও অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা নিয়ে আলোচনার জন্য অংশীজনদেরকে অনুরোধ জানান।

২। সভাপতি সুশাসন প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত আলোচ্য ০৫ টি জবাবদিহিমূলক বিষয়ের উপর সংক্ষিপ্ত বক্তব্য উপস্থাপন করেন। তিনি বলেন, আধুনিক প্রশাসন ব্যবস্থাপনায় বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি গুরুত্বপূর্ণ ইন্ডিকেটর। সরকারি কাজে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বৃদ্ধিতে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ ২০১৪-১৫ সালে সরকারি দপ্তরসমূহে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি প্রবর্তন করেছে। এপিএ প্রণয়নে প্রত্যেক সরকারি দপ্তর নিজ নিজ অফিস কর্তৃক প্রণীত নীতি, আইন, কৌশলপত্র, বিবৃত লক্ষ্যমাত্রা ও উদ্দেশ্যসমূহ অর্জনে গৃহীত কার্যক্রম উল্লেখ করবে। ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণে বিভিন্ন উদ্ভাবনী ও সংস্কারমূলক উদ্যোগ, ডিজিটাল সেবা প্রদান ও সেবা সহজিকরণের লক্ষ্যমাত্রা এপিএ প্রণয়নের মাধ্যমে হয়ে থাকে। কাজেই স্ব স্ব অফিসে এপিএ বাস্তবায়ন অত্যন্ত জরুরি।

৩। Stakeholder-গণের উদ্দেশ্যে সভাপতি বলেন, শুদ্ধাচার বলতে সাধারণভাবে নৈতিকতা ও সততা দ্বারা প্রভাবিত আচরণগত উৎকর্ষ বুঝায়। শুদ্ধাচার দ্বারা একটি সমাজের মানদন্ড, নীতি ও প্রথার প্রতি আনুগত্যও বুঝানো হয়। শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান যেমন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে তেমনি পরিবার, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও সুশীল সমাজের ভূমিকাও সমধিক গুরুত্বপূর্ণ। সুশাসন প্রতিষ্ঠায় শুদ্ধাচার চর্চা অত্যন্ত জরুরি। প্রাতিষ্ঠানিক শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠায় ব্যক্তি পর্যায়ে শুদ্ধাচার অনুশীলনও জরুরি। নাগরিক সেবার মান বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজন জনপ্রশাসনে স্বচ্ছতা ও দায়বদ্ধতা। অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাও একটি কার্যকর পদ্ধতি হিসাবে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ব্যবহৃত হচ্ছে। Grievance Redress System (জিআরএস) প্রশাসনের জবাবদিহি নিশ্চিতকরণ, সেবার মানোন্নয়ন এবং সুশাসন সংহতকরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। জিআরএস বা অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনার মুখ্য উদ্দেশ্য হচ্ছে দেশে জনবান্ধব ও সেবামুখী প্রশাসন গড়ে তোলা। তাছাড়া অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে সরকারি সেবার মান বৃদ্ধি, কম সময়ে স্বল্প ব্যয়ে এবং ভোগান্তি ছাড়া সেবাগ্রহীতাদের সেবা প্রদান করা। যথাসময়ে সেবাগ্রহীতার অভিযোগ গ্রহণ এবং নিষ্পত্তি করা সুশাসন সংহত করার পথ উন্মুক্ত হয়।

৪। সভাপতি আরো বলেন যে, প্রতিটি কর্মকর্তাকে তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সচিবালয় নির্দেশমালা মোতাবেক নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সম্পন্ন করার জন্য সংশ্লিষ্ট অধিদপ্তর এবং মন্ত্রণালয়ের অনুবিভাগ প্রধানকে নির্দেশ প্রদান করতে হবে। সেবাগ্রহিতাগণ যাতে তথ্য চেয়ে সঠিক সময়ে তথ্য পায় সে বিষয়ে খেয়াল রাখতে হবে। যে সমস্ত তথ্য প্রকাশের বিষয়ে আইনে সুস্পষ্ট নির্দেশনা রয়েছে সে সকল তথ্য যথাসময়ে আবেদনকারীকে দিতে হবে।

৫। এছাড়াও সভায় অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন)সহ সকল অনুবিভাগ প্রধান ও বিভিন্ন অধিদপ্তরের মহাপরিচালকগণ সুশাসন প্রতিষ্ঠায় জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল, বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি, তথ্য অধিকার, সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি ও সিটিজেনস চার্টার বাস্তবায়ন এবং অভিযোগ প্রতিকার এর বিভিন্ন দিকসহ ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণে ই-নথির ভূমিকা, শুদ্ধাচার চর্চার মাধ্যমে দুর্নীতি প্রতিরোধ, জনপ্রশাসনে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা আনয়নে উদ্ভাবনী কার্যক্রম, ইনোভেমন টীম গঠন ও কার্যক্রমের বিভিন্ন দিক নিয়ে তাদের ভিন্ন ভিন্ন মতামত তুলে ধরেন।

৬। বিস্তারিত আলোচনা শেষে সভায় নিম্নোক্ত সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয়:

ক) প্রতিটি দপ্তরের ওয়েব সাইটে সেবা বক্স হালনাগাদ করতে হবে।

খ) নিজ নিজ দপ্তরের যথাযথভাবে এপিএ বাস্তবায়ন ও শুদ্ধাচার চর্চা অব্যাহত রাখতে হবে।

গ) যথাসময়ে অভিযোগ নিষ্পত্তিসহ তথ্য অধিকার আইনে যথানিয়মে তথ্য প্রদান করতে হবে।

ঘ) সিটিজেন চার্টার বাস্তবায়নসহ ই-ফাইলিং কার্যক্রম বেগবান করতে হবে।

ঙ) স্ব স্ব দপ্তরে দুর্নীতি বিরোধী কার্যক্রম ও উদ্ভাবন চর্চা অব্যাহত রাখতে হবে।

চ) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের নির্দেশনা অনুযায়ী সুশাসন প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত অংশীজনের অংশগ্রহণে ত্রৈমাসিক সভা করতে হবে।

ছ) সরকারের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দপ্তর থেকে চাহিত তথ্যাদি যথাসময়ে ও সুনির্দিষ্টভাবে প্রদান করতে হবে।

জ) দক্ষতা ও নৈতিকতার সাথে স্ব স্ব দপ্তরে কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হবে।

ঝ) সচিবালয় নীতিমালা অনুযায়ী নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সকল কর্মকর্তাদের দাপ্তরিক নথি নিষ্পত্তি করতে হবে।

৭। সভায় আর কোন আলোচ্যসূচি না থাকায় সভাপতি সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

০১/১২/২০

মো: আলী নূর
সচিব
ও
সভাপতি
নৈতিকতা কমিটি
স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়